সমকাল

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

# প্রধান শিক্ষক নেই ৬ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

## রংপুর বিভাগ

- রংপুর বিভাগের ৮ জেলায় প্রধান শিক্ষকের পদসংখ্যা ৪ হাজার ৩৬৪টি।
- প্রধান শিক্ষক নেই ৬২১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

■ রংপুর অফিস

রংপুর বিভাগের ৮ জেলায় প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ছয়শ'র বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, রংপুর বিভাগের ৮ জেলায় প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৪ হাজার ৩৬৪টি। প্রধান শিক্ষক নেই ৬২১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এর মধ্যে রংপুর জেলায় ৭০১ পদের বিপরীতে ১১৮টি, পঞ্চগড়ে ৩১০ পদের বিপরীতে ৩৭টি, কুড়িগ্রামে ৫৬৩ পদের বিপরীতে ৫১টি, দিনাজপুরে ৮৫৮ পদের বিপরীতে ১১১টি, নীলফামারীতে ৪৭২ বিপরীতে ৯১টি, গাইবান্ধায় ৭০৩টির বিপরীতে ১১৭টি, লালমনিরহাটে ৩০২টির বিপরীতে ৩১টি এবং ঠাকুরগাঁওয়ে ৪১৯ পদের বিপরীতে ৬৫টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

এদিকে, রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম ধাপে রংপুর বিভাগে ৪ হাজারেরও বেশি স্কুল সরকারিকরণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই।

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার বিনবিনা চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাইকান সরকারি প্রাথমিক দীর্ঘদিন থেকে কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার্থী শায়না, রোকসানা ও আক্কাস জানায়, প্রধান শিক্ষক না থাকায় অন্যান্য শিক্ষকরা ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না। বিদ্যালয়ে এলেও ক্লাস না নিয়ে বসে সময় কাটান। অভিভাবক আলম মিয়া ও ছাত্তার মুনশি জানান, প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভালো হচ্ছে না। শিক্ষকরা ঠিকভাবে ক্লাসও নেন না।

এ ব্যাপারে রংপুর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার জানান, প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ ভাগ পদোন্নতি আর ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগ করা হয়। পদোন্নতি সংক্রান্ত মামলার কারণে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি এ পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। আইন অনুযায়ী এ ধরনের পদে নিয়োগ দেয় সরকারি কর্মকমিশন। তবে অচিরেই শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।